কোটচাঁদপুর পল্লীতে নিজের জন্য গড়া কবরের উপরে বসবাস নুর ইসলাম দম্পতির

নিজেদের জন্য গড়া কবরের উপরই বসবাস করছেন নুর ইসলাম ফকির আর সালেহার ফকির দম্পতি। মৃত্যুর পর ওই স্থানে কবর হবে,স্বজনদের কাছে এমন ইচ্ছে প্রকাশও করেছেন তারা। এ স্থাপনাটি গড়ে উঠেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার জিয়েল গাড়ির মাঠে।

জানা যায়, নুর ইসলাম ফকির (৭০)। সে উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের দয়ারামপুর গ্রামের মৃত আলিম উদ্দিনের ছেলে। পিতা-মাতার মোট ১১ জন ছেলে মেয়ে। যার মধ্যে রয়েছে ৭টি ছেলে আর ৪টি মেয়ে। এরমধ্যে নুর ইসলাম সবার বড়। ছোট বেলা থেকে তিনি ছিলেন লালন ভক্ত। ভালবাসতেন লালনকে। সে থেকে হাটা ফকিরের পথে।

ছেলেবেলা কেটেছে দয়ারামপুর গ্রামে। লেখাপড়া করেছেন দয়ারাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর পাঁচলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তবে তিনি মাধ্যমিকের গন্ডি পেরুতে পারেননি।

এরমধ্যে তিনি বসেন বিয়ের পিড়িতে। জোরালো হয় ফকিরি পথে হাটা। বেশ ভুষা পাল্টাতে থাকেন নুর ইসলাম। মুখে দাড়ি,পরনে সাদা মার্কিন কাপড় আর হাতে তামার রিং। এসবের কারনে বাধা আসতে থাকে ফকিরিতিতে। ওই সময় এসে আস্থানা গাড়েন দোড়ার জিয়েল গাড়ির মাঠে। বর্তমানে সেখানে গড়ে তুলেছেন ফকিরদের জন্য আশ্রম।

এ ব্যাপারে ফকির নুর ইসলাম বলেন, লালন ফকিরকে ভালবেসে এ ফকিরি পথে আসা। এ পথে আসায় অনেক বাধা বিপত্তি মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাকে। গ্রাম ছেড়ে বসবাস করতে হয়েছে মাঠে। এ কারনে বাকি জীবনটা চাই এ পথে কাটিয়ে দিতে।

এসব ভেবে পৈত্রিক সম্পতির কিছু অংশ জুড়ে গড়ে তুলেছি কবর। আর বাকি অংশে রয়েছে আমার বসত ভিটা। কিছু দিনের মধ্যে আমি ওই কবর স্থানটি ফকিরদের নামে উৎস্বর্গ করে দিবো। যাতে করে আমার অবর্তমানে জায়গাটা নষ্ট না হয়।

তিনি বলেন, আর ওই কবর স্থানটিই হবে আমার স্ত্রী সালেহার ফকির আর

আমার শেষ স্থান। যা ইতোমধ্যে আমার স্বজন সহ সাধু ভাইদের কাছে জানিয়েছি। তিনি বলেন, সংসার জীবনে আমরা দুই কন্যা সন্তানের জনক। ইতোমধ্যে তাদেরকে পাত্রস্থও করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্মশালা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (ওষুধ প্রশাসন) অতিরিক্ত সচিব মো. এনামুল হক।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ক হোসেন আলী খন্দকার। কর্মশালায় কি-নোট উপস্থাপন করেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাসরিন বানু।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, এনজিও প্রতিনিধি, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে প্রতি বছর বিশ্বে ৮০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলাদেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে প্রতিবছর এক লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। ২০৪১

সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মশালায় বক্তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়নের পাশাপাশি তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরো ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ঘর পেল গৃহহীন আশানুর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মুজিবনগরে উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে পাকা ঘর পেল উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের হতদরিদ্র গৃহহীন আশানুর।

সোমবার দুপুরে নির্মিত ঘর গৃহহীন আশানুরের হাতে ঘরের চাবি তুলে দিয়ে ফিতা কেটে ঘরের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

গৃহহীন আশানুর ঘর পেয়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আমার কোন ঘর ছিল না। আমি ইউনিয়ন পরিষদে দিন হাজিরার বিনিময়ে মাটিকাটার কাজ করতাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও উপজেলা পরিষদ আমাকে যে ঘর দিয়েছেন এজন্য আমি খুবই খুশি।

আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান,উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

উল্লেখ্য, উপজেলা পরিষদ অর্থায়নে এবং উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধায়নে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার দুটি কামরা,

একটি বারান্দা একটি এটাস্ট টয়লেট বিশিষ্ট ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের ইসলামনগর ও বাহাগুন্দা গ্রামের মারামারি মামলায় ৩ জন জেল হাজতে

গাংনী উপজেলা বাহাগুন্দা গ্রামের সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আদালতে আত্ম সমর্পণ করতে গিয়ে প্রধান আসামীসহ তিন জনকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে চিফ জুডিশীলাল ম্যাজিস্ট্রেট।

এরা হলেন মামলার প্রধান আসামী মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের নেছার উদ্দীনের ছেলে আব্দুর রহমান (৩০), লুকমান হোসেনের ছেলে আকরাম হোসেন (২৫) ও জহির উদ্দীনের ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩২)।

আজ সোমবার দুপুরের দিকে মামলার ১৫ জন আসামী চিফ জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে মালার প্রধান আসামীসহ তিনজনকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। বাকী ১২ জনের অস্থায়ী জামিন প্রদান করেন।

গত ১ জুন বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনীর বাহাগুন্দা গ্রামের ইটভাটার শ্রমিক কালু হোসেন ট্রলি বোঝাই ইট নিয়ে সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের মধ্যে পৌছালে মটরসাইকেল আরোহী আব্দুর রহমান তাকে ব্যাপক মারধর করে ইটবোঝাই ট্রলিটি আটকিয়ে রাখে। পরে খবর পেয়ে বাহাগুন্দা গ্রামের লোকজন ওই গ্রামে জানতে গেলে দ্বিতীয় দফায় বাহাগুন্দা গ্রামের লোকজনের উপর হামলা করে ৯ জনকে গুরুতর আহত করে।

এঘটনায় বাহাগুন্দা গ্রামের আনারুল ইসলাম বাদী হয়ে ইসলামনগর গ্রামের ১৫ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং জিআর ১১৪/২২ ইং।

মামলার অন্যান্য আসামীরা হলেন, ইসলামনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সুমন হোসেন (৩৩), মৃতু ছেরু আলীর ছেলে জহির

উদ্দীন (৫৫), আহম্মেদের ছেলে হানিফ (৪৫), মৃতু হাসেম আলীর ছেলে রুহুল আমিন (৫৫), খলিলুর রহমানের ছেলে সাজু (২২), রুহুল আমিনের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩০), ওশাদ আলীর স্ত্রী জাহানারা খাতুন (৪০), নেছার উদ্দীনের স্ত্রী রুপসী নেছা (৫২), জুবায়ের হোসেন তাসিম (৪০), তোফায়েল হোসেনের ছেলে আবুল কাশেম (৩০), বরকত আলী (৩৩) ও আব্দুল জলিলের ছেলে শাহিন (২১)।

হরিণাকুণ্ডুতে বীর মুক্তিযোদ্ধার ইন্তেকাল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলী মারা গেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

সোমবার (২০ জুন) সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকার সময়ে মারা যান তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো (৭০) বছর। তার বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলার বৈঠাপাড়া গ্রামে।

বেলা ৩ টায় তাকে তার নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে রাষ্টীয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার প্রদান করে উপজেলা প্রশাসন।

পরে মরহুমের নামাজের জানাজা শেষে পারিবার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একটি পুলিশ সদস্যদের গার্ড অফ অনার প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা। উপস্থিত ঠিলেন ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন,শরাফত দৌলা ঝন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ জেলা সাবেক কমাণ্ডার রেজাউল ইসলাম গেন্দা,বীর মুক্তিযোদ্ধা হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সাবেক কমাণ্ডার মহী উদ্দীন মাষ্টার,বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহাজ উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন, বিজিবি হাবিলদার মোশারফ হোসেন,হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ আরও অনেকেই ।

মুক্তিযোদ্ধা সাকের আলীর স্ত্রী ১ ছেলে এবং ৩ কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন সুদিপ্ত কুমার সিংহ

সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদিপ্ত কুমার সিংহ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শেখ শামছুল আরেফীন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়।

বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, আমার উপরে অর্পিত রাষ্ট্রের সকল আদেশ ও দায়িত্ব আমি সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করবো।

মেহেরপুরে বিদেশী সিগারেট জব্দ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, তার ডান পা মারাত্মক ভাবে ভেঙ্গে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

দুর্ঘটনা পর মোটরসাইকেল চালক মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর গ্রামের রতন মটরসাইকেলটি রেখে পালিয়ে যায়। স্থানীয় জনতা মোটরসাইকেলটি আটক করে শিবপুর হাই স্কুলের হেফাজতে নেয়। পরবর্তীতে মুজিবনগর থানা পুলিশ শিবপুর হাই স্কুল থেকে মোটরসাইকেলটি তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল জানান দুর্ঘটনার বিষয়টি তিনি শুনেছেন এবং মোটরসাইকেলটি হেফাজতে নিয়েছেন এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একটি সেলাই মেশিন দিয়ে মিনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সম্ভব —-অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম বলেছেন, কর্মদক্ষতা, প্রবল আত্মশক্তি ও পরিকল্পনা থাকলে একটি সেলাই মেশিন দিয়ে শুরু করে ছোট মিনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সম্ভব।

এজন্য এখন থেকে আত্ম প্রত্যয়ি হতে হবে। এখন ছোট্ট গ্রামে বসেও অনেক কিছু করা সম্ভব। কারণ, ঢাকার অনেক বড় বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা ফ্যাশন হাউজগুলো গ্রামীণ নারীদের তৈরী বিশেষ করে বুটিক, নকশীকাথাসহ সুঁচ সেলাইয়ের অনেক পণ্য নিয়ে থাকে। তাই নারীদের বেশী বেশী করে এসব কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে।

সদর উপজেলার গরীব, অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ সোমবার (২০ জুন) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)’র অর্থায়নে উপজেলার ৮০ জন গরীব অসহায় নারীদের মধ্যে এ সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা, সদর উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইয়ারুল ইসলাম আরো বলেন, নারীদের উন্নয়নে সরকার তার সবগুলো দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এসব সুযোগুলো কাজে লাগিয়ে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। একটা সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে নারী উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের হাত দুটিকেও কর্মের হাত বানাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, সমাজের একটা বড় অংশই নারী। তাই নারীদের পিছিয়ে রেখে সমাজকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই নারী পুরুষকে এক সাথে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

দ্রুত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন হোক

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬১ নং আইনের (১) উপধারায় বলা আছে পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল, সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন। তবে তিন